www.banglainternet.com
represents

Jasim Uddin

Ma-Je-Janani Kande

মা যে জননী কান্দে

জসীম উদদীন

banglainternet.com

মুখবন্ধ

' মা যে জননী কান্দে' বইখানায় এবং ইতিপূর্বে প্রকাশিত আমার ' সখিনা' কাব্যে মাঝে মাঝে আমি গ্রাম্য গীত-কবিতার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ছন্দকে কেহ যেন প্রচলিত বাংলা পয়ার ছন্দ মনে করিবেন না। বাংলা পয়ার ছন্দে তেমন ধ্বনি-বৈচিত্র্য নাই; কিন্তু গীতি-কবিতার ছন্দ যদিও পয়ারেরই দোসর, লোক-সাহিত্যের কবিরা ইচ্ছামতো শব্দ যোগ করিয়া ইহাতে নানা রকমের ধ্বনির সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ইহাতে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও ত্রিপদী ছন্দ ইচ্ছামতো ব্যবহৃত হইয়া নানা ধ্বনি-বৈচিত্র্য আনয়ন করা হইয়াছে। এই কবিতা সুর করিয়া গাওয়া হয় বলিয়া ইহার ছন্দ-রূপ লইয়া কেহ মাথা ঘামান নাই। কিন্তু গ্রামদেশে এই কবিতাগুলি পড়িবার বা আবৃত্তি করিবারও একটি সুর ও রীতি আছে। পাঠক দুই একবার চেষ্টা করিলেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে আমাদের দেশে প্রায় সকল রকম কাহিনীই কবিতাকারে রচিত হইত। তারপর গদ্যে কাহিনী লেখার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। বর্তমান যুগের এক্স-রে দৃষ্টির মতো গদ্যের লেখন মানবমনের যে সব অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া বাহির করেন কবিতা লেখকের সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি নাই। কিন্তু কবিতাকারে মানবমনের যে পেলবতা (delicacy) ও গভীর অনুভূতি প্রকাশ সম্ভব গদ্যে তা সম্ভব নয়। চোখের ডাক্তার নানা রঙের আলো মেলিয়া ধরিয়া চোখের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রন্ধ্রের সন্ধান পান, কবিতা লেখকের হাতে একটি মাত্র আলো — তাঁহার কবিদৃষ্টি। হয়ত গদ্য লেখকের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুবীক্ষণিক দৃষ্টি তাঁহার নাই কিন্তু কবিদৃষ্টি লইয়া তিনি যাহা দেখেন গদ্য লেখকের দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে না। হয়ত এই জন্যই ইবসেন এবং অতি আধুনিক কবিদের মধ্যমণি ইলিয়ট সাহেব তাঁহাদের কোন কোন নাটকের সংলাপগুলি কবিতাকারে রচনা করিয়াছেন। আমার লিখিত 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' পুস্তকের লোকপ্রিয়তা দেখিয়া মনে হয় আমাদের দেশে এখনও কবিতাকারে কাহিনীকাব্য উপভোগ করিবার বহু পাঠক-পাঠিকা রহিয়াছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে মোশায়েরা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সেখানকার লোকেরা শিশুকাল হইতেই কবিতার প্রতি অনুরাগী হয়, কিন্তু আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানে তেমন কোন অনুষ্ঠান গড়িয়া ওঠে নাই। আজকাল দুর্বোধ্য কবিতা লেখার রীতি একদল তরুণ লেখকদের পাইয়া বসিয়াছে। সেইজন্য এবং আরও বহু কারণে

banglainternet.com

কবিতার পাঠক সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। বহু কারণের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দেশের নানা অভাব অভিযোগের জন্য পাঠকসমাজ কতকটা বস্তুতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছেন। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতার প্রভাবে মানুষের মন অনেকখানি যান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক হইয়াছে। কবিতার মাধ্যমে সুন্দরের স্বপ্ন দেখার অবসর তাহার খুবই কম। জাতির কল্যাণ যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা দেশকে এই অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে পারেন না। দেশের সব মানুষের হৃদয় যদি যন্ত্রদানবের প্রভাবে যন্ত্র হইয়া ওঠে, তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় না। মানুষ তাহা হইলে হৃদয়হীন হইয়া পড়িবে। কবিতার ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে মানবমনের যে স্থানটি স্পর্শ করা যায় গদ্যে তাহা সম্ভবপর হয় না। গদ্যেরও ধ্বনি আছে; কিন্তু তাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে পারে না। শুধুমাত্র ছন্দের কবিই বলিতে পারেন, ' আমার সুরগুলি পায় চরণ তোমার, পাই না তোমারে।'

কবিতাকে লোকপ্রিয় করিবার জন্য তাই গল্পাকারে কবিতা লেখার প্রয়াস। সমালোচকদের মতে ইহাতে হয়ত কবিতাকে কল্পনার ইন্দ্রলোক হইতে মাটিতে নামাইয়া আনিতে হইয়াছে; কিন্তু মাটির উপরেই তো আমরা বাস করি। মাটিকে অবহেলা করা যায় না। এই পুস্তকের অনেকগুলি অধ্যায় গাথা-কবিতার ছন্দে রচনা করিয়া ইহাকে দেশের আরও একদল পাঠকের নিকটতম করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পরিশেষে একটি কথা বলিয়া আমার মুখবন্ধ শেষ করিব। ইহা কাহিনী-কাব্য। ইহার প্রত্যেকটি লাইনে কেহ যেন কবিত্ব আশা না করেন। এই কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি যদি জীবন্ত হইয়া পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, তবেই বুঝিব আমার লেখা সার্থক হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রকাশে স্নেহভাজন তরুণ কবি আবদুর রফিক সন্যামত, গোলাম মুস্তাফা ও শামসুদ্দোহা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আরও একজনের কথা মনে পড়িতেছে। ইতিপূর্বে আমার 'সুচয়নী' কাব্যের পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিতে এবং অন্যান্য সাহিত্য প্রচেষ্টায় মোহাম্মদ বজলুল হক সাহেব নিঃস্বার্থভাবে দিনের পর দিন আমার সঙ্গে পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সঙ্কলন সম্পাদন করিতে ' কবি জসীম উদ্‌দীন (কবি ও কাব্য)' গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম সাহেবও আমাকে কম সাহায্য করেন নাই। ইহাদের সকলের কাছেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

পলাশবাড়ি
১০, কবি জসীম উদ্‌দীন রোড, ঢাকা-১৪
অক্টোবর, ১৯৬৩

জসীম উদ্‌দীন

এক

আমার খইসা পড়লো গলার হার,
বসন্ত কালরে আমার।

— কবি গানের ধূয়া।

কুট্টির মেয়ে আমিনার কথা কে আর শুনিতে চায়,
নভেলের কোন কাহিনী হয় না তার কোন ঘটনায়!
অঙ্গে তাহার ঝলমল মল দোলে না গহনা-মতি,
রঙিন শাড়ির লহরে লহরে হাসে না রূপের জ্যোতি।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে বসতি তাদের অতি সাধারণ মেয়ে,
তবু মনে হয় দেখিনি কোথাও সুন্দরী তার চেয়ে।
সারা গায়ে-মুখে এমনি করুণ, এমনি মমতা মাখা,
কত বরষের পরিচিতি যেন অঙ্গ ভরিয়া আঁকা।
চাঁদের মতন মুখখানি নয়, তবু মনে হয় চাঁদ,
একাদশী রাতে আকাশে সে ওঠে তারেই করিয়া সাধ।
বাহুতে তাহার জ্বলে না বিজলী, যদি বা জ্বলিত আর,
বিজলীই শুধু ধন্য হইত বাহুতে জড়ায়ে তার।
রামধনু নাকি মেঘেই জড়ায়, তাহার রঙিন ঠোঁটে,
পলে পলে কত শত রামধনু কত ফোটে, কত টোটে।

বাপের মায়ের আদরের মেয়ে, তাতে কিবা হয় আর,
সাধ থাকিলেও সাধ্য নাহিক, গরীবের সংসার।
মেয়েটিরে তার' ইস্কুলে দিয়ে লেখাপড়া শিখাইবে,
তারপরে কোন ভাল বর দেখে তার হাতে সঁপে দিবে।

banglainternet.com

গরীবের বুকে সামান্য সাধ, তাও কি পুরিতে পারে,
দারুণ অভাব নিত্য আসিয়া বাধা দেয় বারে বারে।
মেয়েটির খুব পড়িবার সখ, সমবয়সীনীদের,
নিচের ক্লাশের পুঁথিগুলি সে যে জোগাড় করেছে ঢের।
তাহাদেরই কাছে নিয়েছে সে পড়া, এমনি করিয়া আজ,
লেখাপড়া যাহা শিখেছে সে তাতে চলে যেতে পারে কাজ।
কেলাস থিরির অঙ্কের সাথে টেনের জ্যামিতি লয়ে,
বহুদিন তারে পড়িতে দেখেছি, বড় মনোযোগী হয়ে।
ফোরের গ্রামার মুখস্থ তার, টু-র ইংরেজিখানি,
পড়িতে তাহার দুইটি নয়নে ঝরিতে দেখেছি পানি।
নাইনের সেই বাংলা বইটি কবে সে করেছে শেষ,
নিজের নামটি সহি করিবার বড়ই তাহার ক্লেশ।

এমনি করিয়া অদ্ভুত ভাবে বিদ্যা করিয়া লাভ,
সারা বাড়ি ভরি হাসিত-খেলিত ছিল না মনস্তাপ।
মায়ের নিকটে শিখেছে সে কত শিকায় তুলিতে ফুল,
কাঁথায় বুনেছে কত রামধনু ইন্দ্রপুরীর তুল।
কাজিদের বাড়ি ঘোরাঘুরি করি রান্না শিখেছে আর,
মিঞা-বিবিদের কাছে শিখিয়াছে ভাল কথা বলিবার।
প্রকৃতি তাহারে মাখায়ে দিয়েছে দুটি নয়নের ছায়,
মেঘ-লেখাহীন নীল আকাশের যত মায়া মমতায়।
অঙ্গে তাহার সন্ধ্যা মেঘের মাধুরী দিয়েছে ভরি,
গান দেছে তারে সুদূর বনের পাখির কণ্ঠে করি।
এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে কি যে কি হইল তার,
রূপ-লাবণ্য মেলি তরঙ্গ অঙ্গে ধরে না আর।
চঞ্চল মৃগী যেতে বনপথে সহসা থামিয়া চায়,
বিজলী পরীর খুলে খুলে যায় সোনালি শাড়ি যে গায়।
বিস্ময়ে সে যে অবাক মানিয়া চাহে ফুল-দেহ পানে,
চুড়ি ঝুম ঝুম দুটি রাঙা হাত বাঁকা ফুল-ধনু টানে।
দেহ-বীণা হতে অনাহত-ভাবে সুর-তরঙ্গ ঝরে,
বসনে-ভূষণে জড়িত-তড়িত খসিয়া খসিয়া পড়ে।

নিজেরে সে আজ কোথায় লুকাবে, শাড়ির আঁচলখানি
এত যে ক্ষুদ্র, আজই তা জানিল দুই হাতে টানি টানি।

দেখিল সহসা আকাশে বাতাসে বাজিছে রূপের স্তব,
সেথায় চলেছে তারে লয়ে বুঝি কানাকানি করে সব।
কোথা সে লুকাবে, হাতের গহনা খুলে সে ফেলিল হায়,
তবু দুটি হাতে টুনটুন করে শত চুড়ি মুরছায়!
গলার সে মালা খুলিয়া ফেলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপে তার,
না-জানি কি এসে হয়ত তাহার গলায় হইবে হার।
রামধনু পাড় ছিঁড়িল শাড়ির দেহ-রামধনুখানি,
দূর গগনের রামধনু এসে করিতেছে টানাটানি।
দিনের আলোকে লুকাইয়া ভাবে, রাতের আঁধার এলে
ভালই হইবে নিজেরে লুকায়ে ফিরিবে সে হেসে-খেলে।
রাতে সে যে দেখে ও-দেহ মায়ায় সহস্র আঁখি হয়ে,
চাঁদের সূতায় বুনাইছে জাল রাত যে তাহারে লয়ে।
নিজেরে সে আজ কোথায় লুকায়! যতই সে সাবধান,
ততই তাহারে লইয়া সবার মাঝে গুঞ্জর গান।
অত সাবধান না হলে হয়ত আরো কিছুদিন তরে,
নিজেরে লুকায়ে রাখিতে পারিত সবারে আড়াল করে।

banglainternet.com

দুই

মালির বাগিচায় ফুলের গাছটি,
ভোমর উড়িয়া পড়ে,
তুমি, সুজন দেখিয়া করিও পিরীতি,
মরিলে বাঁচাইতে পারে।

---- বিচ্ছেদ গান।

তাহারে লইয়া পাড়াপড়শীর ঘুম নাই চোখে আর ----
' আমিনার মাতা, মেয়ের তোমার চোখে দেখছ না বাড় ?
এই ঢেঁকি-মেয়ে আর কতদিন রাখিবে পুষিয়া ঘরে,
আমারে বলিলে আজকেই দেই বিয়ের জোগাড় করে।
আমার বোনের পোলাটারে তুমি দেখেছ তো কতবার,
এক পাও শুধু খোঁড়াইয়া চলে কে গণে অতটা আর।
তাহার সঙ্গে দাও যদি বিয়ে, হাতেতে রূপার চুড়ি
গলায় হাঁসুলি পণ দেব আরো গণে গণে দুই কুড়ি।'

আজিমের নানী খাতির পাতাতে আমিনার মা'র সনে,
নিত্য আসিয়া নূতন নূতন কথার জাল যে বোনে।
আজিম তাহার রেসের খেলায় রোজ বাজী জিতে আসে,
ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানী করে বহু টাকা পায় মাসে।
তার সাথে যদি বিয়ে দাও মেয়ে, থাকিবে বড়ই সুখে,
অঙ্গভঙ্গি করে আরো কয়, কত না জোগায় মুখে।
আইলার ফুপু রোজই সেধে যায় একটি সোনার হার,
মেলার ভিড়েতে ছিঁড়িয়া এনেছে গলা হতে নাকি কার!
আরো কাছে এসে কানের নিকটে ফিস্‌ফিস্ করে কয়,
' আইলার মতো পকেট কাটিতে কেউ ওস্তাদ নয়।
পুলিশ তাহার হাতের মুঠোয়, না হলেই কিবা আর,
তাহার সাফাই চুরি যে ধরিতে সাধ্য আছে বা কার।
তার সাথে তুমি দিয়ে দাও বিয়ে, থেকো পরে চোখ বুজে,
যখন যা কিছু দরকার হবে, সেই তা আনিবে খুঁজে।

মোদের বাড়ির উনারে সেদিন কহে ফিস্‌ফিস্ করে,
গতর খাটায়ে টাকা রোজগার বোকা লোকদের তরে।
টাকা তো রয়েছে হেথায়-সেথায় সবাকার ঘরে ঘরে,
খ্যামতাবানেরা হাত বাড়ালেই চলে আসে মুঠি ভরে!
পকেটে পকেটে বাক্সে বাক্সে গহনায় আসবাবে,
ছড়ায়ে রয়েছে মণি-মাণিক্য কত শত নাকি ভাবে।
মুখ্যু সুখ্যু মেয়ে মানুষটি, আমি বুঝি কত আর,
তবে বলি বোন, আইলার মতো বর নাহি হেন আর।'

এসব লোকেরা যত আশা দেয় বাপ মা'র মন তত,
শিহরিয়া উঠে অজানা কত না শঙ্কায় হয়ে ক্ষত।
লেখাপড়া জানা মেয়েটির ভালে এমনি জুটিবে বর,
তার চেয়ে কেন গলা টিপে তারে মারেনি জনম পর।
গরীব তাহারা, কারো প্রস্তাবে, না বলিতে ভয় পায়,
হয়রান হয়ে শুভাকাঙ্ক্ষীরা বার বার ঘরে যায়।

যদিও তাহারা হয়রান হল, আলী, আজিমের দল,
আশা ছাড়িল না, মহা উৎসাহে পাতিল নতুন কল।
বাড়ির সামনে দাঁড়ায়ে তাহারা ইঙ্গিত ভরা গানে,
যখন তখন তাহাদের কানে সদা অপমান হানে।
আমিনার দিন কি করে যে কাটে, মরিতে পারিলে হায়,
জনমের মতো বেঁচে যেত যেন এ অপমানের দায়।
মেয়ে-জীবনের এই পরিণাম! বাপের-মায়ের তার,
কাজে না আসিল, দুর্ভাবনার হল নিমিত্ত-ভার।

banglainternet.com

তিন

কাচের দামে বেচলা মণি
ভেকেরে নাচাইল ফণি;
নব লক্ষের বেশাত গেল
এক লহমার ভুলে।

—— মুর্শিদা গান।

দুপুর বেলায় এলো ঘটক কলিমদ্দি নাম,
সাউদ পাড়ার ডাহিন দিকে দাউদপুরে গ্রাম।
'সিলেট জেলার রহিম মিঞা মস্ত জমিদার,
দালান-কোঠা বিত্ত-বেশাত অনেক বেশুমার;
দাপটে তার বাঘ-গরুতে একঘাটে জল খায়,
দেখলে তারে বুকের পিলাই চমকিয়ে যে যায়!
বাক্স ভরে টাকা-পয়সা ঝন ঝন ঝন ঝরে,
মণি-মানিক সোনায় গৃহ ঝলমল মল করে।
তার সাথে দাও মেয়ের বিয়ে ঠিক করিয়ে মন,
দিন করিলাম এই আগামী শুক্রবারের ক্ষণ।'

আমিনার বাপ বলে, ' ঘটক! এসো আরেকদিন,
আমি বরের এদিক-সেদিক লই করিয়া চিন্।'

' কি বলিলা আমিনার বাপ। রহিম মিঞার মতো,
এমন দুলার আবার তুমি খবর নিবা কত?
ডাকসাইটে নাম যে তাহার, জমিদারীর টাকা,
ঝন ঝন ঝন বাক্সে আসে ঘুরিয়ে রূপার চাকা।
তারির বিবি মেয়ে তোমার, ঝন ঝন ঝন ঝন,
সোনা-রূপার ঝনঝনিতে ভরবে তাহার মন।
সোনা রূপার ঝনঝনিতে ঘুম আসবে রাতে,
সোনা রূপার ঝনঝনিতে জাগবে আবার প্রাতে।
শাড়ির কথা কি আর কব, ময়নামতির শাড়ি,
আসমান-তারা, নয়ন-তারা, ফেলবে দূরে ফাড়ি।

কলমী-লতা, কনক-পাতা, মন-খুশি যে নাম,
মেঘডুম্বুর রাস-মণ্ডল, নাইবা কহিলাম;
যখন তখন পাখনা মেলে নানান রঙের শাড়ি,
তোমার মেয়ের গায় জড়াতে করবে কাড়াকাড়ি।
গয়না দিবে অনেক ভরির, কয়ে কি আর হবে,
বিশ সোনারু হাপর জ্বেলে নিত্য মজুদ রবে!
আজ যে পাটি পরবে গায়ে, কাল দেব তা ফেলে,
আরেক পাটি আসবে আবার, মণি-মানিক জ্বেলে।
রাতে যখন মেয়ে জামাই ঘুমিয়ে বাসর ঘরে,
বিশ সোনারু গড়বে গড়ন সূক্ষ্ম ফুলে ভরে।
বাজে কথার কাজ নাহি ভাই, ঠিক কর আজ মন,
মেয়ের বিয়ে হবে আগাম শুক্রবারের ক্ষণ।'

আমিনার বাপ কি আর কহে আশার অতীত বর,
ভাবতে তাহার প্রাণের পুলক নাচে নানান্তর।
গরীব পিতা, মণি-মানিক সোনার ঝলক দেখে,
চোখ যে তাহার ঝলসে গেল বুদ্ধি গেল বেঁকে।

banglainternet.com

চার

দেশাল বিন্দুর চায়নারে ময়না
আবেরী ময়না ঢাকাই সিন্দুর চায়,
ঢাকাই সিন্দুর পরিয়া ময়নার
গরম লাগে গায়।
ডান হস্তে আবের পাঙ্খা
বাম হস্তে শ্যামলা গামছা
আরে দামান ঢুলায় বালীর গায়।

—— মেয়েলী গান।

শুভদিনে শুভক্ষণে আজ আমিনার বিয়ে,
সিলেট হতে বর আসিল ঢোলে টোপর দিয়ে।
আমিনার বাপ বড়ই খুশি, মা খুশি তার দুনা,
আমিনার গায় গয়না আজি, একশ ভরি সোনা।
পাড়াপড়শী, ইষ্টি-কুটুম সবাই বড়লোক,
জমিদারের জমক দেখে ঝল্‌সে গেল চোখ।
টাকা-পয়সা নাইকো তাদের প্রাণের ছড়াছড়ি,
প্রাণ পেলে তা চিনতে পারে সূক্ষ্ম পরখ করি।
অর্থ তারা চেনেই নাকো, তাইতে তাহার কাছে,
সরল মেয়ে আমিনারে বিকিয়ে দিল পাছে।
বয়স বরের আশির কাছে তিনটি যে বউ ঘরে,
মুহূর্তে কে দেখল না কেউ সে-সব মনে করে।
আমিনাও ভাবল নাকো, বিয়ের সাজন গায়ে,
এক গাঁ হতে চলে গেল, অজানা এক গাঁয়ে।
ভাবল না সে মুহূর্তেও শুধুই অলঙ্কার,
চিরদিন কি রইবে খুশি এই লয়ে প্রাণ তার।
নতুন বধূ আমিনা আজ, সারাটা গা ভরি,
ঝলমল গয়নাগুলি, জ্বলছে মরি মরি।
হাত দু'খানি ঘুরিয়ে মেয়ে দেখে হাতের শোভা,
গলায় দোলে সাতনরি হার, মুনির মনোলোভা।

কানে দুলে ঝুমকো দুটি কিবা সোনার দোলে,
তারও চেয়ে পরাণ তাহার দোলে খুশির বোলে।
দাস-দাসী আর দালান-কোঠা মস্ত জুড়ি গাড়ি,
জাঁক-জমকের খুশিতে তার দিচ্ছে পরাণ নাড়ি।
বাক্সভরা শাড়ির লহর, ক'খান বা আর পরে,
রামধনু রঙ দুলছে কত পাড়ের বাহার ভরে।
উল্টিয়ে তার শাড়ির আঁচল, এধার-ওধার দেখে,
নকসাগুলির রঙ লহরী মনেতে যায় মেখে।
বাক্স ভরা গয়নাগুলি খোলে আবার পরে,
পরে আবার ছড়িয়ে ফেলে মনের খুশি ভরে।

সেই না খুশির তুফান এসে তিনটি লোকের মনে,
তীব্র বিষের জ্বালার মতো জ্বলছে ক্ষণে ক্ষণে।
জমিদারের তিনটি বউয়ের ঘরে থাকাই দায়,
অসভ্য কোন বুনো-মেয়ে, আসলো তাদের ঠাঁয়।
ঘুটে কুড়ান দাসী হল আজকে যে পাটরাণী,
সিংহাসনের হতে তাদের সেই ফেলিবে টানি।
মেয়ে মানুষ কি আর করে, সব সহিতে হয়,
দাঁত চাপাতে রাখল ঢেকে, আজের এ অন্যায়।

banglainternet.com

পাঁচ

করাত করাত মহা করাত
আসতে কাটে যাইতে কাটে।
— জ্বরের মন্ত্র।

'বউয়ের কথা কি কব বোন, রঙেই মাকাল ফল,
ব্যাভার-আচার সকল তাতেই মূর্খ অবিকল।
লেপ-তোষকের নাম শোনেনি রাজাইরে কয় কাঁথা,
বাতিরে কয় চেরাগ আবার নেক্‌ড়ারে কয় নাতা।'

'শোন বুবুজান! মজার কথা চিলিঞ্চিতে পান,
সাইজা লয়া ঠোঁট রাঙায়া বসেন বিবিজান।'

'ছোট চাচীলো! কব কি আর হেসেই গেলাম মরে,
খাওয়ার জিনিস রাখলো সেদিন আতরদানীর পরে।'

'কাপড় পরার ঢং দেখে তার গাও করে মোর জ্বালা,
এমন দামী শাড়িখানা পরছে যেন ছালা।'

'রুমালরে কয় হুমাল সেদিন গামছারে কয় গোছা,
ইলিশ মাছের লেজেরে কয়, হিলিশ মাছের পোছা।'

'বাপের পুষ্যে এ সব তো আর দেখেনি সে চোখে,
নিত্য নতুন কাণ্ড করে বলব কি আর তোকে।'

'আরেক কথা শুনিসনি লো, সেদিন সকাল ভোরে,
ঘুমের থেকে উঠে যে বউ ঘরদোর সব সোরে।'

'তাড়াতাড়ি উঠে বউয়ের কেড়ে নিলাম ঝাঁটা,
লোকে দেখলে জমিদারের লাগত মনে কাঁটা।'

'সেদিন আবার দেখি কি বোন, এতগুলি থালা,
পুকুর পারে মাজতে গেছে গা করে মোর জ্বালা।'

'ও সব কথা জানিলে বোন, আর এক কথা শোন,
কাচের গেলাস, চিনের রেকাব ভাঙ্গছে যে ঠন ঠন।
উঠান দিয়ে চলতে বউয়ের শাড়ির আঁচল লেগে,
এমন ভাল ঝাড়বাতিটা গেলই সেদিন ভেঙ্গে।
আয়নাটারে দুয়ার ভেবে যাচ্ছিল সে বার,
ঠনঠনিয়ে ভেঙ্গে গেল পা'র আঘাতে তার।'

banglainternet.com

ছয়

বড় ঘর বান্দাছো সোনাভাই! বড় করছাও আশা,
রজনী পরভাতের কালে, পক্ষী ছাড়বে বাসা।

—— মুর্শিদা গান।

বিয়ের বাজনা থামিয়া আসিল দুইচার দিন পরে,
বাসরঘরের মোমের প্রদীপ জ্বলে নিবু নিবু করে।
হাতের পায়ের লাল মেহেদী যে খসিয়া হইল ম্লান,
চোখের কাজল থামাবে ক'দিন অশ্রুনদীর বান ?
সারা অঙ্গের মণি-মানিকের গহনাগুলি যে আজ,
আমিনারে শুধু পোড়াইছে যেন লইয়া অনল ঝাঁজ।
এত দাস-দাসী, এত আসবাব হতভাগিনীর তরে,
ফিস্‌ফিস্ করে ফিরিতেছে যেন তারে উপহাস করে।

বুড়ো জমিদার তার খুশি লাগি সারাটি দিবস ভরে,
দাস-দাসী আর পরিজনদের হাঁক-ডাক করে মরে।
'সোনারুরে বল, আরো তিন জোড়া গড়িয়া আনুক চুড়ি,
তাঁতীরে হাঁকায়, আন হেন শাড়ি নাইকো যাহার জুড়ি।'
দশটা চাকর হাপুস হুপুস এ বাজার ও বাজার,
সুগন্ধী তেল, আতর-গোলাপ রঙদার পাউডার।
ইচ্ছা মতন এনে দিক তারে যখন যা খুশি লাগে,
যা কিছু তাহার হবে প্রয়োজন, পাবে সে চাওয়ার আগে।

তবু আমিনার মন ভরে নাকো বাহিরের চাকচিক্,
ঝলসিয়া যেন আঁধার করিছে তাহার সকল দিক।
ফুলশয্যার বাসর তাহার নিতুই রচিত হয়,
নিতুই নতুন ভূষণে-বসনে অঙ্গ জড়ায়ে লয়।
বুড়ো জমিদার কয়েক ঘণ্টা বকর বকর করে,
শিথিল দেহটি এলাইয়া দেয় অলস ঘুমের ভরে।

আমিনার চোখে ঘুম আসে নাকো কি সে কি হইল হায়,
সোঁতের শেহলা ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে সে কোথায়!

বাহুরে ঘুরায়ে ফিরায়ে সে দেখে, মণি-মানিকের আলো,
তাহার পরাণে এনে দেয় যেন কোন কুহেলীর কালো।
তাহার জীবনে কিবা পরিণাম, এত বৈভব হায়,
সে তো কোনদিন কামনা করেনি, কি করিবে লয়ে তায় ?
বালক যেমন আশার অতীত পাইয়া খেলনা ভার,
হয়রান হয়ে ঘুমাইয়া পড়ে মায়ের অঙ্কে তার;
তেমনি সে আজ বড়ই ক্লান্ত, কোথায় স্নেহের বুক,
যাহার ছায়ায় জুড়াইবে তার জীবনের যত দুখ।

বাহিরে অথই ঘন কালো রাত, দূর আকাশের কোণে,
দু'একটি তারা জ্বলিতে জ্বলিতে নিবে যায় অকারণে।
তার জীবনের লিখিত কাহিনী বুঝি আধ বোঝা যায়,
পোড়া দুটি চোখে শ্রান্তি নাহিক বারবার পড়ি তায়।
এ আমি কোথায়, কোথা হতে এনু, চলেছি বা কোনখানে,
কি পরিণামের কাহিনী লইয়া ভেসেছি কিসের টানে!
পার্শ্বে ঘুমায় বুড়ো জমিদার, জীর্ণ পাঁজর সার,
স্তিমিত জীবনদীপ নিবু নিবু পঞ্জর মাঝে তার।

শুকনো এ ডালে কে বাঁধিয়া দিল তাহার সোনার ফুল,
কে গড়িল নীড় তাহার লাগিয়া কূল ভাঙ্গা নদী কূল।
বাহু দুইখানি ঘুরাইতে যেন গান বেজে ওঠে সুরে,
দেহ বীণাখানি কাঁপিছে তারেতে আকাশের বাণীপুরে।
জরায় জীর্ণ স্খলিত-লুলিত এই বৃদ্ধের পাশে,
তাহার জীবন হাহাকার ভরা উপহাস সম হাসে।
এই শৃঙ্খল, এই ব্যর্থতা, ছোট তার ভীরু হিয়া,
তবু কোন এক দুরাশা তুফান ওঠে সদা আলোড়িয়া!

এই কারাগার ভাঙ্গিতে হইবে, এই মিথ্যার ভান,
তিলে তিলে আজ দগ্ধ করিছে তাহার নারীর প্রাণ।

banglainternet.com

যে করেই হোক এইখান হতে পালাতে হইবে তারে,
আর কোনখানে, আর কোন দেশে আর কোন নদী পারে।
সে দেশ কোথা সে জানে না চিনে না, অবুঝ বালিকা মন,
তবু কি অসম্ভবের লাগিয়া কাঁদে তার সারাক্ষণ।
আরশিতে বসি কপালখানিরে নখে নখে আঁচড়ায়,
এ পরিণামেরে যায় না ঘুরান আপনার ইচ্ছায়?

ভবিতব্যরে বারবার ডাকে, কোন কিছু ঘটে যাক,
এ মিথ্যা হতে বদলিয়ে দিক তার জীবনের বাঁক।
অঙ্গে জড়ায়ে শত ফণী যেন মণির অলঙ্কার,
প্রতি পলে পলে হাঁকিতেছে তারে ধিক্কার ধিক্কার।
গায়ের ভূষণ প্রতি পদে তারে কোথা যেন ঠেলে দ্যায়,
পায়ের তলায় কেঁপে ওঠে মাটি তার নিশ্বাস বায়।
এমনি করিয়া রাত শেষ হয়, শিয়রে যে নেবে দীপ,
আসে সে উষসী লুলিত রসনা ভালেতে খুনের টিপ।

সাত

ও প্রাণ সখি রে!
পরের জন্য কান্দে রে আমার মন।
আমি পর পর করিয়া পরকাল খোয়াইলাম রে,
আমায় সেই পরে দেয় জ্বালাতন।
যখন কালা বাজায় বাঁশি
তখন আমি রানতে বসি;
রানতে বসি কানতে বসি রে,
হলুদ দিতে দেই লবণ।

—— বিচ্ছেদ গান।

জমিদার বাড়ির ড্রাইভার সে যে শিস্ দিয়ে দিয়ে চলে,
উঠিতে বসিতে হেলিতে দুলিতে কোন গান যেন বলে।
বাঁশিতে বাজায় ভাটিয়ালী সুর একেলা নিঝুম রাতে,
তাহারে সে যেন যাচনা করিছে আপনার নিরালাতে।
একাজে-ওকাজে কোন সে ভিখারী বাসনা তাহার হায়,
অতীব সূক্ষ্ম হইয়া লুটায় আমিনার দুটি পায়।
তারপর যেন কিসে কি হইল , অগাধ সাগরে পড়ি,
তৃণটি লইয়া ভাসিয়া চলিল ঘটনার স্রোত ধরি।
জন-অরণ্য দূর কলিকাতা, আড়াল রচিয়া তার,
ছোট ঘরখানি গড়িব আমরা ফুল ফুটাইব আর।
সে কুটিরও যদি না জোটে মোদের কথার-কুলায় গড়ি,
মনের আলসে কাটাইয়া দিব দিবস ও বিভাবরী।
শুনিতে শুনিতে রঙিন স্বপনে ভরে উঠে তার বুক,
পাখির মতন ডানা মেলে তার উড়িছে মনের সুখ।
বস্তির মাঝে ছোট ঘরখানি তাহার মেঝের পরে,
মনের যতেক কল্পনাগুলি মেলিয়া সে খেলা করে।
খেলিতে খেলিতে লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে আসে মুখ,
খুশিতে আমিনা অজ্ঞান হবে ভাবি সে অসহ সুখ।
ছোট সে শিশুটি, তাহারি কামনা —— তাহারি স্বপন হয়ে,
ফুটিয়া উঠিবে আঁচলের কোণে মমতা মূরতি লয়ে।

banglainternet.com

শিল্পীর মতো সেই ননীদেহ চুমার তুলিকা করে,
মায়েলী মনের যা কিছু স্বপন আঁকিবে সে ধরে ধরে।
তার জীবনের এই সম্পদ —— এই বেহেস্ত তার,
ইহার লাগিয়া দিবে সে ঢালিয়া যাহা কিছু আপনার।
কিসের ব্যাসাত, কিসের বিত্তি, মণি-মানিকের জাঁক,
এই মিথ্যার দেশেতে ইহারা পিছনে পড়িয়া থাক।

আমিনার বাপ খবর পাইল, দু'দিনের কলেরায়,
আমিনা তাদের ঘুমায়ে পড়েছে নিঝুম গোরের ছায়।
আমিনার মা'র কান্দনে আজ আসমান ভেঙ্গে পড়ে,
পাড়া প্রতিবেশী সান্ত্বনা দিতে যায় যে কাঁদন করে।
গরীবের ঘর নিত্য আনিয়া নিত্য খাইতে হয়,
তাদের জীবনে শোকতাপ শুধু দিন চারি পাঁচ ছয়।
মৃত শিশুটিরে বুকে করে যারা উদরের ভিখ যাচে,
তাদের কাঁদার অবসর কোথা, অভাব ঘুরিছে পাছে।
দুই চারিদিন কাঁদিয়া কাটিয়া আবার আগের মতো,
বাপ মা তাহার ভুখ মিটাবার কাজে কামে হল রত।

আট

ওরে বাছা ধন!
মা বোল বলিয়া ডাক রে।

—— জারী গানের ধূয়া।

বস্তির মাঝে খোলার কুটীর, আন্ধার বারো মাস,
পচা নর্দমা ছোড়ে রয়ে রয়ে কুগন্ধ নিশ্বাস।
ঘরখানি যেন পায়রার খোপ, উঠিতে বসিতে তায়,
এখানে-ওখানে ঠোকাঠুকি লাগে হাত-পা যে নাড়া দায়।
তারি এক পাশে রান্নার ঠাঁই ধূলায় যে একাকার,
ভ্রমেও বাতাস মাড়ায় না আসি তাহার একটি ধার।
তবু আমিনার ইহাই স্বর্গ, ড্রাইভার-পতি নিয়া,
ছোটখাট দিন কেটে যায় তার নানা কাজ আগুলিয়া।
হলুদ বাঁটিতে লাল হয় হাত, রুনুঝুনু বাজে চুড়ি,
তার জীবনের সুখ যেন এর সঙ্গে নাচিছে ঘুরি।
শিস দিয়ে দিয়ে ড্রাইভার-পতি একাজে-ওকাজে যায়,
ছোটখাট তার ঘরকন্নার তারে সুর ভরে যায়।
চারিটি আনার রেশমী চুড়ি যে জড়োয়া গহনা চেয়ে,
কত সুন্দর ঘুরায়ে ফিরায়ে দেখে তাই চেয়ে চেয়ে।
এপাশে ওপাশে বস্তির যত নোংরা মেয়ে ও ছেলে,
ধুলো কাদা মেখে হাসিয়া নাচিয়া ঘুরিতেছে পাড়া মেলে।
কারো পেটে পিলে, শিরদাঁড়া উঁচু হাড়গুলি শুধু সার,
কাহারো অঙ্গে বসন্ত তার লিখেছে অত্যাচার।
কেউ কারে ধরে মারিছে কেহবা কাহারে পাড়িছে গালি;
নর্দমা হতে কাদা ছিটাইয়া কেউ দেয় করতালি।
হল্লা কোঁদল মারামারি যেন উহাদের পাছে পাছে,
জীবন্ত হয়ে ঘুরিতেছে এই নোংরা গলির কাছে।
ও বাড়ির বউ বেড়ায় মেলিয়া গু-মুত জড়ান কাঁথা,
এ বাড়ির সনে ঝগড়া করিছে জানালায় দিয়ে মাথা।

banglainternet.com

চুন হতে কভু পান খসিলেই হেথায় টেকা যে ভার।
অপরাধ হেথা সবাই করিছে ক্ষমা নাই কোথা কার।
কভু হানাহানি, কভু খুনাখুনি রক্তারক্তি হায়,
শয়তান যেন চিরজীবী হয়ে রয়েছে এখানটায়।

তবু এই ভালো, ছোট ঘরটিতে সেলায়ের কাজ মেলে,
কাপড়ের গায় সূক্ষ্ম সুতায় নকসা আঁকে সে হেলে।
আঁকে সে মনের মাধুরী মিশায়ে নানা রঙি-ছবিগুলি,
কোন্ সে স্বপন হতে আসি যেন কথা কয় মুখ তুলি।
বাহিরের এই কল-কোলাহল, জঞ্জাল চারিধার,
আমিনার কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যায় বার বার।
এত যে অভাব, এত যে দৈন্য মনের সুখের জোরে;
বহু দূরে আজ ছুঁড়ে ফেলে দেয় দু'হাতে তাদের ধরে।
আধ-পেটা খায়, গুন্ গুন্ গান তবু ঠোঁটে পড়ে লুটে,
হাতে-পায়ে, নখে মেহেদীর হাসি, রাঙা টুকটুকে ফুটে।

ছবির উপরে ছবি বুনে যায়, দূরে বহুদূরে কোথা,
ছোট গ্রামখানি ঝুমিছে গায়েতে জড়াইয়া বনলতা।
পাশ দিয়ে বহে ছোট্ট নদীটি, তাহারি ঘাটের কোণে,
কাদের বহুরী বাঁকা হয়ে ঘট ভরিতেছে আনমনে।
গাছের ডালেতে কোকিল ডাকিল, বউটি বাঁকায়ে ভুরু,
বকিয়া তাহারে ঈষৎ শাসায়ে জল ভরা করে শুরু।
ছবি আঁকে সে যে সুচ ধরে ধরে রঙিন সুতার ঘোরে,
কত দেশ হতে ছেলেরা-মেয়েরা হেসে উঠে খুশিভরে।

ধানের গোলা যে ফেটে পড়ে ধানে, নয়ন জুড়ান খেত,
সোনার ফসলে টেনে আনে কোন স্বরগের সংকেত।
দুটি প্রজাপতি উড়িছে উপরে, নরম ডানায় করে,
মাঠের যত না আনন্দ সুখ, ছড়াইছে ধরে ধরে।
ছবির উপরে ছবি আঁকে সে যে, বস্তি ভরা যে দুখ,
রঙিন সুতায় টানিয়া আনিবে সেথায় সোনার সুখ।

চারিদিকে যত নোংরামি আর কুৎসিত কদাকার,
সরু সে সুতার আঁখরে মুছিবে, সকল গ্লানির ভার।
ছেঁড়া জামা পরা বুভুক্ষাভরা কচি কচি মুখগুলি,
সূক্ষ্ম সুতার আদরে ভরিয়া, রাখে সে ছবিতে তুলি।

হল্লা মুখরা বস্তির নারী, মাতাল পকেটমার,
অনাহারী আর রোগাতুর মিলি কিলবিল অনিবার।
তাহারা সবাই ছবিতে আসিয়া কি যেন হইয়া যায়,
কি জানি স্নেহের মমতা পাইয়া, জড়ায় এ-ওর গায়।
ও যেন আজিকে যুদ্ধ ঘোষিছে, খোদার সৃষ্টি ভরি,
যাহা অপূর্ণ ক্লেদময় সে যে লবে সুন্দর করি।
সূক্ষ্ম সুতার রঙিন আঁখরে, যেথা যাহা কিছু দুখ,
আপন মনের মাধুরীতে তাতে রচিবে সোনার সুখ।
বাহিরের এই সৃষ্টির কাজে মন তার মশগুল,
সারা দেহে যেন তাহারি পুলকে ফুটিছে রঙিন ফুল।
কে যেন গোপন শিল্পী তাহার দেহের গোপন পুরে,
কোন সে মধুর সৃষ্টির কাজ করিছে সোনার সুরে।
তার মনে জাগে পুষ্পকোরক হইতে সুবাস বয়ে,
চাঁদের চুমায় রঙিন পুতুল গড়ে কে জোছনা লয়ে।
জগতের যত মায়ের ছেলেরা এ-ওরে আদর করি,
যত চুমা দেছে সবগুলি যেন আসিয়াছে পাখা ধরি।

তাহার দেহের অনু-পরমাণু যেন কোন্ মমতায়,
কি যেন করিছে, কিসের খুশিতে সে যেন উড়িয়া যায়।
আকাশ হইতে, বাতাস হইতে কি যেন সোনার সুখ,
রামধনু রঙে উড়িয়া আসিয়া ভরিছে তাহার বুক!
কোন স্বপনের সোনার খোকা সে, তাহার মায়ের হিয়া,
ধীরে ধীরে যেন মুকুলিত হয়ে আকুলিছে তারে নিয়া।
রঙিন কথার ছড়ায় ছড়ায় পরাণ ছড়াতে চায়,
কচি সে ঠোঁটের হাসিখানি যেন সারা দেহে উছলায়।

banglainternet.com

মাটির খেলনা, ঝুমঝুমি আর ছোট ছোট জামাগুলি,
তৈরি করিতে ছোট সে পুলকে উঠে যে পরাণ দুলি।

সেদিন দুপুরে ড্রাইভার-পতি তাহারে ডাকিয়া কয়,
' ঘর ভরি এত খেলনা কিসের, ছোট জামা কেন রয়?'
কোথাকার যেন লজ্জা আসিয়া আমিনারে ঘিরে ফেলে,
যে কথা বলিতে এত আগ্রহ ভাষা তার নাহি মেলে।
ড্রাইভার-পতি আবার শুধায়, ' শিশুর দোলনাখানি,
কেন দোলায়েছ ঘরের মধ্যে কও তো আমারে রানী!'
লজ্জায় যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া আমিনা কয়,
' আমাদের ঘরে ছোট কচি খোকা কোনদিন যদি হয়।
আমার মনেতে কেবলই বলিছে, আকাশ হইতে চান,
নামিয়া আসিয়া আমার বুকের সায়রে করিছে সান।'
এ কথা শুনিয়া ড্রাইভার-পতি হাসে কত খুশি মনে,
দেখিবার লাগি আমিনা তাহার ফিরে চায় মুখপানে।
সেথা যেন কেবা কালি লেপিয়াছে, এত বিমর্ষ তারে,
হইতে কখনও দেখেনি আমিনা কোনখানে কোনবারে।

' কি কথা শুনালে অভাগী আমিনা! কি কথা শুনালে আজ,
তোমার কথায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল বাজ।
তোমার বুকেতে যে শিশু আসিছে, সাক্ষী হইয়া হায়,
মোদের যত না গোপন কাহিনী ঘোষিবে সকল ঠাঁয়।'

এই কথাগুলি তীর হয়ে যেন অন্তর পথ ধরি,
তাহার বুকের অদেখা শিশুরে গেল বিক্ষত করি।
প্রতি রোমে রোমে রয়ে রয়ে সে যে চিৎকার করি কাঁদে,
তার সারা বুক শিহরি উঠিছে, শিশুর আর্তনাদে।
' কি কথা শুনালে হায় পতি তুমি! আমাদের ভালবাসা,
জীবন্ত হয়ে সেই কচি মুখে রচিবে সুখের আশা।
কোন্ প্রাণে তুমি তাহার উপরে, হানিলে এমন দোষ,
আমাদের পরে আসমান হতে নামিয়া আসিবে রোষ।'

ড্রাইভার কয়, 'শোন গো বালিকা, তুমি বুঝিবে না হায়,
বুড়ো জমিদার চর লাগায়েছে আমাদের পায় পায়।
তারা যদি কভু আমাদের খোঁজ পেয়ে যায় কোনমতে,
আমাদের লয়ে জেলে যে পুরিবে ভাসায়ে দুখের সোঁতে।
তারপর আছে রাজার বিচার, নিস্তার কোথা আর,
তোমার বুকেতে শিশু যদি আসে সাক্ষী হবে সে তার।'
এই কথা বলি বিমর্ষ মনে ড্রাইভার চলে গেল,
কোন্ ভাবনার ঝড়িয়া বাতাসে আমিনারে যেন পেল।

banglainternet.com

নয়

ও বাছা নীল মনি রে!
একবার মা বোল বলিয়া ডাক রে বাছা
জনম ভইরা শুনি রে।

— গাজীর গান।

আজ আমিনার মাথার উপরে আসমান যেন
ভাঙ্গিয়া পড়িল হায়,
এ পরিণামের অসহ দুখের সায়র হইতে
কেবা বাঁচাইবে তায়।
ওরে ও বিহগী! তোর সুখ-নীড় কেমনে রাখিবি
এ দারুণ ঝড়ো রাতে,
বুকের তলায় শিহরি উঠিছে অদেখা শিশু যে
অশনির সম্পাতে।
কত যে আশার স্বপন কুড়ায়ে মনে মনে সে যে
গড়েছিল কত সুখ,
সে সুখ সায়রে এক কচি শিশু দোলা দিত তার
নূতন মায়েলী বুক।
তার জীবনের যত ব্যর্থতা সার্থক যেন
হইবে তাহারে পেয়ে,
তার জীবনের যত অপূর্ণ আশার কুসুম
ফুটিবে তাহারে ছেয়ে।
সেই শিশু হায় শত্রু হইয়া তাহার জীবনে
টানিয়া আনিবে দুখ,
এ কথা ভাবিতে শতধার হতে ভেঙ্গে যায় যেন
আমিনার ছোট বুক।
এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দিন শেষ হল
রাতেরও আধেক যায়,
ড্রাইভার-পতি ফিরিয়া আসিল, আমিনার বুক
কাঁপে কোন শঙ্কায়।

চোখ দুটি তার ঘোলা ঘোলা যেন, এলোমোলো চুল
রুক্ষ মুখের ছিরি,
শিহরে আমিনা, কোন ঘাতকের চেহারায় যেন
ফেলেছে তাহারে ঘিরি।
এই যেন তার আপনার রূপ, এতদিন শুধু
আবরণ রচি কার,
কত যে সোনার কল্পনা হয়ে মন হরেছিল
হতভাগী আমিনার।
সে যেন এখনি এমন হুকুম করিবারে পারে
ভাবিতে কাঁপে যে বুক,
আকাশে-বাতাসে আগুন জ্বলিয়া দাহন করিবে
তার জীবনের সুখ।

আদেশের সুরে তাহারে ডাকিয়া ড্রাইভার কহে,
'এই ঔষধ লয়ে,
এখনি খাইবে, খোদার রহমে কিছুক্ষণ পরে
যাইবে খালাস হয়ে।
বিশেষ কাজেতে আমি চলিলাম, ফজর না হতে
ফিরিয়া আসিব ঘরে।'
এই কথা বলি চলে গেল সে যে বাহিরে, রজনী
কাঁদিছে আঁধার ভরে।
শিশি ভরা সেই ঔষধ যেন জহরে-কহরে
ভরি আমিনার মন,
শত বৃশ্চিক জ্বালায় জ্বলিয়া দহন করিছে
তাহারে সর্বক্ষণ।
যেন উদ্যত বিষে ভরা তীর ধনুকে জুড়ে করে
আপনার দুই হাতে,
অ-দেখা তাহার সোনার শিশুরে আঘাত করিতে
রয়েছে অপেক্ষাতে।
রাতের আঁধার রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিছে
তার নিশ্বাস ঘায়,

banglainternet.com

বাতাস কাঁদিছে আছাড়ি পিছাড়ি টানিছে ছিঁড়িছে
নিশির নীরবতায়।
কিবা সে করিবে ? কলঙ্কভয় সমাজনীতি
তীক্ষ্ণ ছুরিকা পরে,
ছুঁড়ে দেবে তার অপাপ-বিদ্ধ অ-দেখা যাদুরে,
আপনার হাতে ধরে ?
একদিকে আছে লোক-লাজ আর মিছে গঞ্জনা
লাঞ্ছনা অবিচার,
আর দিকে হাসে চির নির্মল শিশু সে কুসুম
অঙ্গ জুড়িয়া মা'র।

কচি সে অধরে অনাগত সুখ সম্ভাবনার
লিখিত অমর গীতি,
যাহার লাগিয়া অমৃতধারা সঞ্চিত হবে
জননীর বুকে নিতি;
যাহার লাগিয়া জনম লভিবে আদর সোহাগ
সদা নব নব রূপে,
স্নেহ-সিন্ধুর অগাধ লহরে ফুটিবে যে ফুল
শতদলে চুপে চুপে;
তাহার লাগিয়া সব কলঙ্ক স্বেচ্ছায় সে যে
তুলিয়া লইবে শিরে,
তাহার লাগিয়া দুখের চিতায় জীবনের সে যে
তুলে দিবে ধীরে ধীরে!
গভীর গহন রাতের পাত্রে ঘনায়ে উঠিছে
আঁধার-জহর জাম,
ও যেন তাহার স্বেচ্ছাবরিত আগতকালের
লাঞ্ছনা অবিরাম।
তবু তাই হোক, নিলাম বাছারে আপনার হাতে
সে দুখ দহন জ্বালা,
তোর তরে হোক কচি রোদ-রেখা নতুন বিহানে
রঙিন ফুলের মালা।

দশ

শ্যামের আসার আশা নিয়ে
বাসর শয্যা সাজাইবে,
জেগে পোহাই সারা নিশি;
সেই আশায় নৈরাশ হইল
এখন জাগল ব্রজের ব্রজবাসী।

— বিচ্ছেদ গান।

ড্রাইভার-পতি সেই যে গিয়াছে আর আসিল না ফিরে,
দারুণ দুখের কালো সে নাগিনী আমিনারে নিল ঘিরে।
বেচিল হাতের চুড়ি কয়গাছি, বেচিল গলার হার,
বেচিল তাহার কানপাশা দুটি আর কিছু নাহি তার।
পরিধানে ছিল দুইখানা শাড়ি তারও গেল একখানা,
খেলনা-পুতুল বেচিতে তাহার মনে যে মানে না মানা।
শুধু পানি খেয়ে কোনদিন কাটে, কোনদিন কিছু খায়,
পাড়া প্রতিবেশী সবাই গরীব — সমব্যথী শুধু হায়!
এমনি করিয়া বহুদিন গেল কঙ্কালসার দেহ,
আজ আমিনারে দেখিয়া চিনিতে পারিবে না আর কেহ।
পন্থের পানে চেয়ে থাকে সে যে, ড্রাইভার-পতি তার,
রাগ পড়িলেই হয়ত ফিরিয়া আসিবে যে আরবার।
কেন আসিবে না ? আমিনার বুকে যে শিশু ঘুমায়ে হায়,
সে তো তার ছেলে, পরাণ কি তার কাঁদিছে না মমতায়!

হায় দুরাশার কুহকের জালে স্বেচ্ছায় ধরা ছায়,
নিঠুর সত্য হঠাৎ আসিয়া ভেঙ্গে তারে চলে যায়।
আসিল না সেই বঞ্চক ফিরে, মানুষে যত না পারে,
তারো চেয়ে বহু — বহু গুণ দুখ ঘিরিল যে আমিনারে।
সে যে মরে যাবে তারো নাহি দায়, যে শিশু ঘুমায় বুকে,
মা হয়ে তাহারে কি করে সঁপিবে নিঠুর মৃত্যুমুখে!

banglainternet.com

ভাবিল আমিনা এ তিন জগতে তার তো কেহই নাই,
শীতল ছায়ার শাখা বিস্তারি কে দেবে তাহারে ঠাঁই!
মৎস্য যেমন জল চেনে আর পক্ষী যে চিনে ডাল,
গাঙ যে জুড়ায় সাগরে যাইয়া লয়ে তার জঞ্জাল;
তেমনি সে যাবে মা বাপের কাছে, সেই ছায়া তরুতলে,
জুড়াবে তাহার সকল দুঃখ, সে সুধা স্নেহের জলে।

এগারো

ছায়া নিবার গেলাম আমি বট বিরিক্ষির আশে,
সেও না বৃক্ষ দেয় না ছায়া আমার কপাল দোষে।
— মুর্শিদা গান।

'কারবা কন্যা গো তুমি কাঙালিনীর বেশে,
এমন কইরা বইস পড়লা আমার দ্বারে এসে।'

'সোঁতের শেহলা মাগো ভাসিয়া বেড়াই,
এ জগতে আমার বলতে আর কেহ নাই।'

'কে-বা তোমার পিতা কন্যা কে-বা তোমার মা,
তোমায় দেইখ্যা কন্যা গো আমার ধৈরজ মানে না।'

' আমি তোমার আমিনা মাগো, আমার কপাল পোড়া,
মাথায় কইরা বয়া বেড়াই দুঃখের পসরা।'

' আয়রে দুখিনীর ধন আয় বুকে আয়,
মেহেদী করিয়া তোরে জড়াইব গায়!'

হাতখানি লয়ে মাতা হাতখানি দেখে,
মুখখানি ঘুরায়ে মাতা চুমায় দিল মেখে।
বুকেতে লাগায়া বুক অঙ্গখানি শোঁখে,
আমিনার যত দুঃখ অন্তরেতে লেখে।
এমন মাথার কেশ কন্যার চটের ছালা আজ,
সোনার প্রতিমার অঙ্গে কালি মাখা সাজ।
বড় ঘরে দিলাম তোরে বড় কইরা আশা,
আসমান ভাঙ্গিয়া পইল আল্লাজীর তামাশা।

মায়ের কোলে বইসা আমিনা সকল কথা কয়,
যে কথা কহিতে নারে কাইন্দা প্রকাশ হয়।

banglainternet.com

কতক শুনিল মাথা দুই কর্ণ দিয়া,
কতক শুনিল কথা বুক প্রসারিয়া।
কতক শুনিল কথা চক্ষের জলে,
কতক শুনিল কথা দুখের জ্বালায় জ্বলে।
তবু সে দীঘল কথার নাহি হয় শেষ,
সে কথা ছড়ায়ে আছে দুইনার সকল দেশ।

মুছাইতে মুছাইতে মুখ কান্দে জারেজার,
দুই জনার দুক্কে কাঁপে আসমান আল্লার।
কান্দিয়া কাটিয়া মাতা গোছল দিয়া তায়,
অঞ্চলে মুছাইয়া গা চান্দ মুখে চায়।
থালায় বাড়িয়া অন্ন ব্যাঞ্জন দিল পাশে,
অনাহারী আমিনার বুক পাগল তারি বাসে।

এক লহমা খায়া কন্যা আর লহমা লয়,
হেনকালে আমিনার বাপ সামনে খাড়া হয়।
সকল শুনিয়া বাপে গোস্বায় জ্বইলা ওঠে,
দুই চক্ষু হইতে যেমন অগ্নি-গোলা ছোটে।
সেই চাহনির ধাক্কায় কন্যার হাতের মাখা ভাত,
খসিয়া পড়িয়া গেল ছড়াইয়া পাত।
'কুলটা কন্যারে তুই কোনবা সাহস পেয়ে,
আইলি আমার ঘরে কুলের মাথা খেয়ে!
ধোপ কাপড়েতে তুই লাগাইলি দাগ,
মাথার ছাতিতে তুই লাগাইলি আগ,
আসমান সম বংশের বাতি তাতে দিলি কালি,
সোনার সেতারা যন্ত্রে বাজাইলি গালি!'

চরণে পড়িয়া বাপের আমিনা কেন্দে কয়,
' আমার জনম বাপজান গো, বড় দুস্কুময়।
জুড়াইতে আইলাম আমি মা-বাপের পায়,
শীতল হইতে আইলাম বটবিরিক্ষির ছায়।

আমার মতো জনম দুখী গো ত্রিজগতে নাই,
সোঁতের শেহলা হয়া ভাসিয়া বেড়াই।'

'যেইখান থেকে আইছ কন্যা, সেইখানে চইলা যাও,
ওই পোড়া মুখ দেখে না যেন, কেউ আমাদের গাঁও।
দেশের লোকে জানে খবর মইরা গেছাও তুমি,
জন্মের মতো আশ্রয় নিছ কবরের ভূমি।
আজকা যদি তোমার খবর জানে কোনজনা,
সহিতে হইবে মোরে কুলের গঞ্জনা।'

আমিনা কয়, 'বাপজান গো যদি এতই ছিল মনে,
নুন দিয়া মারলা না কেন জনমের ক্ষণে।
ছোটবেলা পাইলা বাপজান মুখের মধু দিয়া,
অভাগীরে দিলা আজকা সায়রে ভাসাইয়া।'

বাপে কয়, 'দিছিলাম তোরে বড়লোকের ঘরে,
কলঙ্কের আগুনে সে ঘর পুড়াইলি নিজে ধরে।
হাপনার কপাল তুই ভাঙলি হাপন হাতে,
এখন কেন কান্দ তুমি থাপড়াইয়া মাথে।'

'সোনা-রূপায় বাপজান গো দুই মুঠ ভরে,
আমারে বেচিয়াছিলে বড়লোকের ঘরে।
আশি বছরের বর আমার মরার সমান,
তারির সনে বাইন্দা দিলা আমার পরাণ।
তখন তো হয় নাই বাপজান, কুলের অখ্যাতি,
তখন তো নেবে নাই তোমার সুনামের বাতি।'

' কি কইলি কলঙ্কী কন্যা! কি শুনাইলি কানে,
তীক্ষ্ণ বরশার তীর লাগাইলি পরাণে।
গোস্বায় জ্বলিছে মোর মাটি দুনিয়ার,
গোস্বায় জ্বলিছে মোর মজিদ মক্কার;

banglainternet.com

যেখান হইতে আইছাস্ তুই সেথায় চইলা যা,
আর যেন না শুনি তোর পাপ মুখের রা;
দোহাই তোর আল্লা নবীর — দোহাই বাপ-মা'র,
তিলেক মাত্র বিলম্ব তুই না করিবি আর।'

' চলিলাম, চলিলাম ছাড়ি বাপ-মায়ের দেশ,
এ জনমে পাবে না আর অভাগীর উদ্দেশ।
চলিলাম, চলিলাম বাপজান! ছালাম করি পায়,
জন্মের মতো দেখবা না আর অভাগী আমিনায়।
চলিলাম, চলিলাম মাগো ছাড়ি তোমার বুক,
ঘুইসা ঘুইসা জ্বইলা উঠবে তোমার মনের দুখ।
ছোটকালে পালছিলা মাগো, কতই দুঃখ সয়া,
আরও দুঃখ দিয়া গেলাম আজকে বিদায় হয়া।
মনে কইরো অভাগীরে খাইছে বনের বাঘে,
অভাগীরে করছে দংশন কালী দহের নাগে।'
মা-বাপের চরণে কন্যা শেষ ছালাম করিল
এক বস্ত্র হয়া পরে ঘরের বাহির হইল।
অভুক্ত পাতার ভাতে মাছি উড়ে যায়,
সেইখানে আছড়্যায়া কান্দে আমিনার মায়।

' না জানি কয়দিন যেন থাইকা অনাহারে,
আইছিল অভাগী কন্যা-মা-বাপের দ্বারে।
কত না দুক্কের জ্বালা আইছিল জুড়াইতে,
আইছিল মা-বাপের কোলে আশ্রয় লইতে।
ভাল আশ্রয় দিলা পতি, ভাল দিলা খানা,
বাসা হইতে তাড়াইয়া দিলা আমার কোলের ছানা।
কিসের কুল, কিসের সমাজ, তারও মুখে ছাই,
যেইখানে মায়ের বুকে কন্যার নাহি ঠাঁই।
রইল তোমার ঘরবাড়ি, রইল জ্ঞাতিজন,
যে পথে আমিনা গ্যাছে সেথা করিব গমন।'

' আয় রে দুখিনীর ধন, আয় রে আমার কোলে,
জুড়া এ তাপিত পরাণ একবার মা-বোল বলে।
নগরে মাঙিয়া আমি তোরে আহার দিব,
তোর বুকের যত দুক্কু আমার বুকে নিব।
কার ঘরে যাবি কন্যা, কারে বলবি মা,
আমি ছাড়া তোর বুক তো কেউ জুড়াইবে না।'
মায়ের কান্দনে আজ আসমান ভাইঙ্গা পড়ে,
আরশ কুরছিতে আল্লা নিজে রোদন করে।

banglainternet.com

বারো

চাকর নি রাখবারে দয়াল আমারে।

— মুর্শিদা গান।

'হাল বাও হালুয়া তুমি হাতে সোনার নড়ি,
অভাগীরে রাখবা নাকি আপন কন্যা করি।
হাল বাও হালুয়া তোমার ক্ষেতে নতুন ধান,
লালন পালন কর তাদের সন্তান সমান।
তোমার ঘরে হইতে পারে অভাগিনীর ঠাঁই,
ত্রি-জগতে আমার বলতে আর তো কেহ নাই।'

'সোনার বরণ কন্যা! তোমার মলিন দেখি মুখ,
গায়ের বন্নকে যেন কতই লেখা দুখ।
বুড়া-বুড়ি থাকি মোরা ওই না গাঁয়ের কোলে,
সন্তান-সন্ততি নাই ডাকে বাপজান বলে।
জাঙলাতে ফুইটাছে আমার কতই কুমড়া ফুল,
তোমারে রাখিব কন্যা কইরা তাদের তুল।
উঠানে রুইপাছি আমি ডালিম গাছের ঝাড়,
তোমারে ঝুলাইয়া রাখব ফুলের মতোন তার।
আইস আইস কন্যা গো, পথের বরাবর,
কলা গাইছা বাড়ি আমার পুব দুয়াইরা ঘর।'

আগে আগে চলে চাষী পিছনে কন্যা যায়,
রাইতের আসমান যেন চান্দেরে নিয়া ধায়।
' কি কর, কি কর বুড়ি! এই দিক ফিরা চাও,
এই যে তোমার হাপন কন্যা বুকে তুইল্যা নাও।'
আমিনারে লয়া বুড়ি কোলেতে বসাইল,
চুম্বন আঁকিয়া মুখে কান্দিতে লাগিল।
এমনি সোন্দর কন্যা ছিল তার ঘরে,
ছয় বৎসর মারা গেছে দু'দিনের জ্বরে।

সেই কন্যা ফিরিয়া কিরে আইলি পুনরায়,
হাত-পাও শুঁখিয়া বুড়ি তারির গন্ধ পায়।
বাজার হইতে আনে বুড়া খেজুরের মিঠা,
তাই দিয়া বানায় বুড়ি কত রঙের পিঠা।
বাজার হইতে কেনে বুড়া একটা রঙিন শাড়ি,
সেই শাড়িতে বুনায় বুড়ি ফুল সারি সারি।
বুইড়া বলে মুরগির ছাও রাইন্দ মেয়ের তরে
বুড়ি গিয়া জবাই করে বড় মোরগ ধরে।
বাজার হইতে আনে বুইড়া লঙ্গ এলাচি দানা,
মেয়ের তরে বানায় বুড়ি সুবাস খিলি নানা।
বুইড়া আনে মাঠের ফুল দেখতে মনোলোভা,
তাই দিয়া করে বুড়ি মেয়ের খোঁপার শোভা।
বুড়ি বলে মেয়েরে আজ গান শুনাইতে চাই,
বুইড়া বলে গাজীর গানের দল আনিতে যাই।
কাঙাল যেমন মানিক পেলে পাগল হয়া যায়,
কি যে করে কোথায় রাখি ভাবিয়া না পায়।
তেমনি কন্যারে লয়ে বুড়া-বুড়ি করে,
এত আদর করে তবু পরাণ না ভরে।

এই ভাবে হায়রে ভাল দিন গেল চলে
এক সন্তান জন্ম নিল আমিনার কোলে।
মাঠের যে ফুল বুইড়া আনত তাহার তরে,
সেই ফুল জীবন্ত হয়া আইল তাহার ঘরে।
এ ফুল বুকেতে নিলে বুকের মালা হয়,
এ ফুল মুখেতে নিলে চুম্বনে কথা কয়।
এ ফুল বাহুতে নিলে বাহুর অলঙ্কার,
এ ফুল অঙ্কেতে নিলে মাজার চন্দ্রহার।
এ ফুল ঝুমুর কইরা বাজাইতে সাধ যায়,
এ ফুল ছড়ায় ভইরা বাতাসে গান গায়।

banglainternet.com

দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন গেল চলে,
কচি মুখে ডাকে শিশু মা মা বোল বলে।
হাসিতে বিকায় তার আকাশের চান,
আদর করিতে সুরে বেজে ওঠে গান।
আসমান হইয়া তারে বেড়ে মায়ের বুক,
তবু তো ধরে না তাতে এই শিশুটুক।
সুখের কাঁপনে দোলে আমিনার প্রাণ,
আকাশে বাতাসে যেন বাজে বাঁশির গান।

দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চলে যায়,
আমিনার শিশু ছেলে হাঁটে আঙিনায়।
কত রঙ জানে যাদু কত রঙ জানে,
সারাদিন কাটে আমিনার করি তাহার মানে।
ও ঘরেতে যাইয়া যাদু ভাঙ্গে হাঁড়িকুড়ি,
এ ঘরেতে জড় করে ভাঙ্গা কাচ নুড়ি।
এ গালেতে চুমু খেলে ও গালেতে হাসে,
আধো আধো বোলে যাদুর সকল ধরা ভাসে।
হাঁটিতে আছাড়ি পড়ে হেসে কুটি কুটি,
পাকা তেলাকুচ যেন নাচে ঠোঁট দুটি।
ও পথে যাইতে যাদুর নূপুর খসে পায়,
এ পথে যাইতে মালার ফুল ছিঁড়া যায়।
যেখান দিয়ে যায় যাদু নূপুর পরা পায়,
সেইখানে সেইখানে খুশির আলপনা গড়ায়।
যাদু আমার সোনা মানিক, যাদু আমার ধন,
সাত রাজার ভাণ্ডারে এমন দেইখ্যাছে কোন জন।
বাতাসেতে ধরলে তারে ফুল হয়া ছোটে,
আকাশেতে রাখলে তারে হাজার তারা ফোটে।
চান্দে থুইলে চাঁদের চুমায় যায় গড়াগড়ি,
মায়ের বুকে রাখলে মায়ের আদরে জড়াজড়ি।

তের

চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ ভাইসা যায় অন্য দেশে।

দিনে দিনে হায়রে ভাল দিন চইলা যায়,
দারুণ আকাল আইল সেই না চাষীর গাঁয়।
মাঠের জমি বেইচা চাষী ছয় মাস খায়,
হালের গরু বেইচা আরও ছয় মাস যায়।
লাঙল-জোয়াল বেচল চাষী, বেচল ঘরের চাল,
বউয়ের গলার হাঁসলি বেইচা কাটল কতেক কাল।
আজ খায় খুদের জাউ, কাল ভাতের মাড়,
বুনো কচু শাপলা ডাঁটা রইল না যে আর।
আমিনারে জড়ায়া ধইরা কান্দে বুড়ি-বুড়া,
' আজকের খাইতে মাগো আছে শুধু কুঁড়া।'
সেই কুঁড়া রান্দিয়া কন্যা থালিতে সাজায়,
খাইতে ডাকিয়া আনে বুড়ো বাপ-মায়।
বুড়া-বুড়ি বলে, 'কন্যা তুমি আগে খাও,
বড়ই দুস্থ পাইলা মাগো, আইসা মোদের গাঁও।
সোঁতের শেহলা তোরে আশ্রয় দিলাম কূলে,
সেও কূল ভাঙ্গিয়া গেল কার জানি ভুলে,
বট বিরিক্ষি জাইনা মাগো, আইল ছায়ার তরে,
সেও বিরিক্ষি ভাঙ্গিয়া পইল তোরই গায়ের পরে।'
তিন জনে বইসা কান্দে বেইড়া কুঁড়ার থালা
অন্তরীক্ষে কি করে জানি আপে বারিতালা।

banglainternet.com

চৌদ্দ

চল যাই রে,
আমার দরদীর তালাসেরে
মন চল যাই রে।

— মুর্শিদা গান।

' কি কর গাঁয়ের মোড়ল! বইসা নিরালায়,
তোমার লোকজন মইরা গেল ক্ষুধার তাড়নায়।'
মোড়ল কয়, ' তিন দিন আমি আছি অনাহারে,
ক্ষুধায় মইরাছে শিশু চায়া দেখছি তারে।
ঘরেতে দাপায়া কান্দে ভুখের জ্বালায় বউ,
জানি না এখনো কি বাঁইচ্যা আছে সেও।
এতদিন ছিলাম মোড়ল তোমাগো সবাকার,
ভাল-মন্দ যুক্তি দিছি যা সাধ্য আমার।
আজ হইতে মনে কইরো মোড়ল বাঁইচা নাই,
নিজের নিজের যুক্তি মতো কাজ কইরো ভাই।
আমার লোকজন মরছে ভুখে আমি বাঁইচা আছি,
খোদার গজব যেন শিরেতে ধইরাছি।'

' শুইনাছি ঢাকার শহর, বহু জমিদার,
নবাব সুবা আছে কত সংখ্যা নাহি তার
খাদ্যবস্তু তাদের ঘরে গড়াগড়ি যায়,
কতক খায় কতক ফেলে কতক বিলায়।
সেইখানে চল মোড়ল, লয়ে গাঁয়ের লোক,
তাদের হইবে দয়া দেইখা মোদের শোক।'

মোড়ল কয়, ' ডাক তবে গাঁয়ের যত ভাই,
আজকের রাইতে মোরা শহরে চইলা যাই।'

দিনের আলো নিবু নিবু আইল আন্ধার রাতি,
ঘরে ঘরে গাঁয়ের লোক নিবাইল বাতি।

ছেঁড়া কাঁথা, গেলাস, থালা, পোটলা বাঁধিয়া,
মোড়লের বাড়ি সবে মিলিল আসিয়া।
কেদারীর মা আইল তার কেদারীরে কোলে,
ক্ষুধার তাড়নায় সে যে পড়ে ঢলে ঢলে।
আসিল ছলিম বুড়া, আসিল মধু মিয়া,
আসিল ছুবার দাদী কাঁথা কাপড় নিয়া।
আসিল জগার খুড়ি নামাবলী গায়,
ছদনের চাচীরে তার অর্ধেকে জড়ায়।
কছিমের মা'র আধ খাওয়া আখের খন্ড ধরে,
বামুন বাড়ির নিত্যকালী টানাটানি করে।
ক্ষুধার তাড়নায় আজ জাতের বিচার নাই,
সবার মুখে একই কথা, কোথায় অন্ন পাই?

মন্দির পড়িয়া রইল কে করিবে পূজা,
শূন্য মসজিদে আজি নাহি নামাজ রোজা।
সবার মুখে একই কথা, ক্ষুধার আহার দাও,
কে আছ ব্যথিত কোথা আমাগো বাঁচাও।
বুড়া-বুড়ি বাপ-মা'রে দুই পাশে ধরি,
আসিল আমিনা তার পোলা কোলে করি।
খানিক চইলা থামে তারা আবার খানিক যায়,
পিছে শূন্য বসত বাড়ি কান্দে পূবা বায়।
সকলেরে দেইখ্যা মোড়ল কান্দে হায় হায়,
আসমান ভাঙ্গিয়া তার পড়িল মাথায়।
' শোন, শোন ওহে লোকজন! সোনার গাঁও ছাড়ি,
আজকে অজানা দেশে দিলাম মোরা পাড়ি।
সালাম গাঁয়ের গাছপালা! পুকুর নদী নালা!
তোমাগো ছাড়িয়া চল্লাম লয়ে ক্ষুধার জ্বালা।
সালাম গাঁয়ের ক্ষেত জমি! ফসলে বুক ভরি,
আমাগো পাইলাছ তোমরা এতদিন ধরি।

banglainternet.com

সালাম গাঁয়ের গহন কানন! শীতল ছায়া তলে,
আমাগো জন্যি সাজায়া রাখছাও কত ফুল ফলে।
দারুণ ক্ষুধার জ্বালায় গাঁও ছাইড়া যাই,
আমাগো মতো হতভাগা ত্রি-জগতে নাই।'

সকলেরে লয়া মোড়ল পন্থে মেলা দিল,
গাঁয়ের শেষ বট গাছটা সেইখানে থামিল।
এই গাছ যেন আজ জীবন্ত হইয়া,
আওয়ালী-বিয়ালী কান্দে বাতাসে হেলিয়া।
গাঁয়ের যে ছোট নদী সেও প্রাণ পেয়ে,
এ কূল হইতে কান্দে ও কূলেতে যেয়ে।
পিছন দিকে সারি সারি গাঁয়ের যত ঘর,
তারাও কহিছে কথা জীবনে করি ভর।
চলিতে চলিতে তারা পিছনে ফিরে চায়,
খানিক যাইয়া পুনঃ ফির‍্যা আসে গাঁয়।
ডুকরাইয়া কান্দে কেহ মাটিতে খুঁড়ি মাথা,
অশ্রুতে ভাসিয়া যায় বসুমতী মাতা।
আছাড়ি পিছাড়ি কান্দে, কান্দে গলাগলি,
একের কান্দন অপরে শুইন্যা জমিনে পড়ে ঢলি।

সারা রাইত চইলা তারা পলাশ বাড়ি এলো,
কাজল তলা, ফুল বাড়ি ছাইড়া তারা গেল।
রাত্র প্রভাত হৈল কোকিলায় করে রা,
ফজরে পৌঁছিল তারা শিমুলতলীর গাঁ।
সারি সারি কুঠি বাড়ি জন মানুষ নাই,
শূন্য হাঁড়িতে ঢুইকা বাতাস উড়ায় ছাই।
সেইখানে একদিন তারা বিশ্রাম করিল,
গাছের শিকড় লতাপাতা কুড়ায়া খাইল।
পরদিন ফজরে তারা আবার যাত্রা করে,
সামনে গাজন ডাঙ্গার গহন জঙ্গল পড়ে,

কতেক দূর যাইতে পথে মরল জগার খুড়ি,
আছড়ায়া পড়িয়া গেল ছদনের মা বুড়ি।
পিছনে রাখিয়া তাদের সবাই চলে যায়,
এমন দুক্কের দিনে কে কার দিকে চায়!

আরো খানিক যাইতে পথে রহিমের কচি মেয়ে,
মাটিতে ঢলিয়া পড়ে ভেদ বমি হয়ে।
হলুদের ডুগু ডুগু মেয়ের হাত-পা,
হলদে পক্ষীর রূপে আলো হইত গাঁ।
বাপের গলা জড়ায়া ধইরা মেয়ে কাইন্দা কয়,
বাপজান গো! আমারে তোমরা ছাইড়া যাইও নয়।
কচি হাতের সেই যে বাঁধন সহজে কি ছাড়ে,
আওগাইয়া চলল রহিম একলা ফেইলা তারে।

রহিমের বউ মেয়ের পাশে বসিয়া রহিল,
পিছন ফিরে দেখল না কেউ কি তাদের হইল।
বিজাবন জঙলার মাঝে রহিমের বউ কাঁদে,
জানি না মালেক আল্লা শুনছেনি সেই নাদে।
গহন বনের মাঝে এই উপাখ্যান,
কোথায় যেয়ে শেষ হইল কে লবে সন্ধান ?

আগে পিছে চলে লোকজন সামনের দিকে চায়া,
পিছনে কে পইড়া রইল কে করিবে মায়া।
সন্ধ্যাবেলা আইল তারা ভূষণ ডাঙ্গার হাটে,
দোকান পসার শূন্য পইড়া মানুষ নাইকা বাটে।
এইখানে আসি তারা ছাউনি গাড়িল,
গাঁয়ের মোড়লেরে সেথায় কলেরায় ধরিল।
মোড়ল বলে, 'শোন লোকজন আমার কথা নাও,
এই বরাবর পথে তোমরা ঢাকায় চইলা যাও।
এতদিন ছিলাম আমি তোমাগো সুখে-দুখে,
আজকা সঁইপা যাও মোরে ময়ুতের মুখে।'

banglainternet.com

কান্দিতে কান্দিতে লোকজন পন্থে মেলা দিল
কত গাঁও ছাইড়া তারা কত গাঁয় পশিল।
ক্ষুধায় বাঁধিয়া পেট আগে আগে ধায়,
দারুণ ভাতের জ্বালা মিটাবে কোথায়।
আর কত দূরে আছে ঢাকার শহর,
নবাব, বাদশা আরো আছে জমিদার বহুতর।
আছে কত হাকিম, উকিল, বড় চাকুরিয়া,
খাড়াইয়া আছে তারা ভাতের থালা নিয়া।
চলিতে ঢলিয়া পড়ে ক্ষুধার জ্বালায়,
তবু পথ চলে তারা দুরন্ত আশায়।
বড় স্বপ্নে ভরা সেই ঢাকার শহর,
সেথায় সুখের গাঙে খেলিছে লহর।
সেথায় প্রাচুর্য আছে, সেথায় আহার,
সেথায় ভুখের জ্বালা রহিবে না আর।
মনিরুদ্দী মর মর তবু পথে ধায়,
মূর্চ্ছাতুর বউ তার বল ফিরা পায়।
আর একটুকু পথ, আরও দুই মোড়,
দূরে ওই দেখা যায় সোনার শহর।
বুড়া-বুড়ি বাপ মায়ে দুই পাশে ধরে,
অভাগী আমিনা ধায় পুত্র কোলে করে।
কাইন্দা কাইন্দা ওঠে বাছা ক্ষুধার জ্বালায়,
ভাত দাও ভাত দাও মাগো, আমার জান যায়।
আর একটু পথ, এক মোড় গেলে পর,
ঢাকার শহর ওই দেখ বরাবর।
সেখানে শীতল ছায়া, ক্ষুধার আরাম,
সকল দুস্কের সেথা হইবে বিরাম।

ঢাকার শহর, ঢাকার শহর, হায় দুরন্ত আশা,
সায়রের ফেনার ঘায়ে ভাঙ্গে বালুর বাসা।
কোথায় ক্ষুধার অন্ন কোথায় শীতল ছায়া,
সকল জ্বালান গৃহ-অলিন্দে কোথায় বুকের মায়া?

পথে পথে কাঁদে মাতা মৃত সন্তানে তার,
দেখায়ে সবারে মাঙে দয়া সবাকার।
মরা-মা'র বুক জড়াইয়া শিশু ডাকে বারেবার,
অবুঝ জানে না মাতা জাগিবে না আর।
কাতারে কাতারে মিছিল আসে হইতে শত গাঁও,
ওগো জমিদার, ওগো বড়লোক মোদের আজি বাঁচাও।
আমাগো আজিকে বাঁচাও বউরা, রঙিন শাড়ির পাড়ে
মানস-সরের রাজহংসিনী, ধনে এনে দিব তারে।
নবাব সাহেব, আমাগো বাঁচান, মোদের কাঙাল করে,
শস্যভরনা মাঠের গহনা তোমরা নিয়েছ হরে।
আবার আমরা শস্য ফলাব শ্যামল বাংলাদেশে,
আবার সাজাব এই মাটি মা'রে ধান কাউনের বেশে।
আমাগো বাঁচান, আমাগো বাঁচান এই দুরাশার ডাক,
আকাশে-বাতাসে করে হাহাকার জ্বালায়ে ক্ষুধার হাঁক।
সিনেমার ঘরে রূপালী পাতায় নটনটীদের ছায়া
উৎসুক যত দর্শক চোখে আনে যে স্বপন মায়া।
জমিদার বাড়ি মহামন্ত্রীর মহা অভ্যর্থনা,
কল্পিত কত কীর্তি তাহার হয় সেথা বর্ণনা।
তারি দরজায় আছাড়ি মরিছে কতজন অনাহারে,
তাদের কান্না দরজা ভেদিয়া সেথায় পশিতে নারে।

banglainternet.com

পানের

ওই তুমি কাইন্দ না —
ওরে আমার যাওনের বেলা।
— গাজীর গান।

তবু তো দুঃখের পাড়ি হইল যে শেষ,
আমিনারা পৌঁছিল আসি ঢাকার শহর দেশ।
কোথায় শীতল ছায়া ক্ষুধার আহার,
হায় হায় কান্দে লোক কাতারে কাতার।
এত পথ আইছে তারা কত কষ্ট সয়ে,
ঢাকা গেলে খাইতে পাবে এই আশা লয়ে।
এই আশায় মনিরুদ্দী আজো বাঁইচা আছে,
ক্ষুধাতুর বউরে লয়ে এত পথ হাঁইট্যাছে।
আশা ভঙ্গ হয়ে তারা ধইরা গলাগলি,
দারুণ ময়ুতের কোলে পইড়া গেল ঢলি।
কেদারীর মা মরল তারো ঘণ্টা দুই পরে,
বুকের উপর বইসা কেদারী রোদন করে।
গলাতে ঠেকিয়া পানি মরল শ্যামের খুড়ি,
থাপড়ায়া থাপড়ায়া বুক মরল বামা বুড়ি।

হায়রে ময়ুত! তুই না থাকিতিস যদি,
দুঃখীজনের না থাকিত দুক্কের অবধি।
সকল ব্যথা জুড়ায় ময়ুত দুঃখের করে শেষ,
তাই ময়ুত ঘিরাছে আজি জুড়ি সকল দেশ।
আমিনার বুড়ো বাপ কেমন যেন করে,
আছড়াইয়া কান্দে আমিনা তার গলা ধরে।
' আমায় ছাইড়া বাপজান গো, কোথায় যাও চলে,
তাপিত প্রাণ জুড়াব আমি কারে বাপজান বলে ?
মাঠের কলমী ফুল আইনা কে দিবে আমিনারে,
জাঙলার কুমড়া ফুল কইরা কে দেখবে আমারে।'

' আমি যে মরিব বাছা, তারো নাইকা দায়,
অভাগিনী মাগো, তোর কি হবে উপায় ?
এ ভরা যৌবন তুই কেমনে বাঁচাইবি,
ওই কচি পোলারে কি কইরা খাওয়াবি।
আমার ঘরে আইছিলা মাগো, বড় আশা লয়া,
আজকা চলিলাম তোরে এতিম বানায়া।
যে আল্লা গোপনে রয়া দেখছে সকল ঠাঁই,
তারি হস্তে মাগো, আমি তোরে সঁইপা যাই।'
এই বলিয়া বুইড়া বাপ চক্ষু মুদিল,
বুড়ি মাও সেই সঙ্গে মরণের ঘুম দিল।
আখির তো নাইকা পানি মুখের নাহি কথা,
অভাগিনীর মরণ হৈলে ঘুচত সকল ব্যথা।
কোলের পোলা কাইন্দা বলে, ' মাগো ভাত দাও,
একটুখানি খাবার দিয়া আমারে বাঁচাও।'
পোলারে লইয়া কোলে অভাগিনী ধায়,
নগরের পথে পথে কান্দিয়া বেড়ায়।
' শোন গো নগরীয়া লোক একবার ফিরা চাও,
আমার পোলার হাতে একটু ভাত দাও।
শোন, শোন ছেলের মা'রা শোন যত বাপ,
দুখিনীর পোলা কান্দে লয়ে ক্ষুধার তাপ।
কি সুখে ছেলের মুখে ভাত দিবা ধরে,
তোমাগো দুয়ারে যদি আমার পোলা মরে।
কি সুখে ভায়েরা হাপন বইনের দিকে চাও,
অভাগিনীর দুক্ক যদি না দেখিতে পাও।'
কাইন্দ্যা কাইন্দ্যা যায় আমিনা ঘর হইতে ঘর,
কঠিন দরজা ভেইদা কান্দন পশে না অন্দর।
সারাদিন ঘুরিয়া আমিনা একটু ফেন পাইল,
পোলারে খাওয়াইতে তাই এক গাছ তলায় বসিল।
আহারে অভাগী পুত দুক্কের পথে রয়া,
বুইঝাছে জননী তার কি দুঃখ রয় সয়া।

banglainternet.com

পোলায় বলে, ' মাগো আমার জননী গো মা,
এই ফেনের একটুকু তুই আগে খা।
তুই যদি মরিস মাগো, এমনি অনাহারে,
কে মাঙিয়া দিবে আহার নগরের দ্বারে।
তুই যদি মরিস মাগো; কারে বলব মা,
কার কণ্ঠে শুনব এমন মিষ্ট মধুর রা।'
মায় বলে, ' বাছা ওরে! যাদুমণি মোর,
কে দিয়াছে এমন মায়া বুক ভরিয়া তোর।
অল্পখানিক ফেনে বাছা মিটবে না তোর ভুক,
যাদু আমার সোনা মানিক, খেয়ে ফেল এইটুক।'

অর্ধেক ফেন খায়া বাছা অর্ধেক রাখে বাকি,
' তুমি এটুক্ খায়া ফেলাও' কয় মাকে ডাকি।
' মাগো আমার, দুখিনী মা, অভাগিনী মা,
আমায় ছুঁইয়া কসম কর মা তুই মইরা যাবি না।
রহিমের মা মইরা গেল রহিমরে ছাড়িয়া,
একলা রহিম কান্দে মায়ের মরা লাশ ধরিয়া।
আমার বড়ই ভয় করে মা, তারির মতো হায়,
জন্মের মতো ছাইড়া যাবি কান্দায়া আমায়।'

মায়ে বলে, ' বাছা, আমার সোনার তোতাপাখি,
বড় সাধের বুলবুলি আমি তোরে কোথায় রাখি।
বুকের উপর রাখব সেথা ভুখের হাহাকার,
চোখেতে রাখিব সেথা দুঃখের পারাপার।
তবু তোরে ছাইড়া যাব নারে ওরে যাদুধন!'
পুতেরে জড়ায়া বুকে মায়ে করে যে রোদন।

একদিন গেল মায়ের কলের পানি পিয়ে,
আরও দিন গেল পেটে কাপড় চাপা দিয়ে।
চলিতে ঢলিয়া পড়ে বল নাহি গায়,
পুত্রেরে জড়ায়া বুকে কান্দে হায় হায়।

দিনে দিনে ভাঙ্গছে মায়ের ছিরিখোলার হাট —
দিনে দিনে শুকাইছে তিরিপিনির ঘাট।
এক অঙ্গ অবশ মায়ের ক্ষুধার জ্বালায়,
আরো অঙ্গ অবশ মায়ের পুত্রের ভাবনায়।
' হায় আল্লা বারিতালা আপে পরওয়ার,
আমি মরলে কি হইবে দুখিনীর বাচ্চার।'

পথ দিয়া যায় সাহেব ইতিউতি চায়,
সামনে আইসা ডাক দিয়া কয় দুঃখী আমিনায়।
'এমনি করে আরো একদিন থাকলে অনাহারে,
তোমার পুত্র মরবে বাছা কহিনু এইবারে।
আমার কাছে দাও ছেলে যীশুর দিকে চায়া,
খাইতে পরতে দিব তারে ঘিরিয়া যে মায়া।'

আমিনা কয়, ' বাপজান তুমি! এমন দয়াল,
চন্দ্র বুঝি পাইল হাতে অভাগিনী কাঙাল।
চল চল বাপজান গো, শীঘ্র চল ঘরে,
একটু বেলম করলে বাছা অনাহারে মরে।'

সাহেব বলে, ' সেথায় বাছা তোমার নাহি ঠাঁই,
তোমারে ফেলিয়া শুধু পুত্র নিতে চাই।
তার জন্য তোমার হাতে এই টাকা দিলাম,
এতদিন পালছ তারে লও তারি দাম।'

' দূর হয়ে যা ওরে সাহেব! এখান হৈতে যা,
কোন দেশে শুইনাছিস তুই পুত্র বেচে মা!'
এই বলিয়া সাহেবের হাতে টাকা মারে ছুড়ে,
একটু হাসিয়া সাহেব বলে মধুর সুরে,
' আমার সঙ্গে গেলে পুত্র যীশুকে ভজিবে,
মিশনে যাইয়া কত বিদ্যা শিখিবে।

banglainternet.com

তোমার কাছে থাকলে গতি কি হইবে তার,
ভিখারীর পুত্র হয়া থাকবে দুনিয়া মাঝার।'

আমিনা কয়, ' সাহেব গো! ধরি তোমার পায়,
পুত্রের সঙ্গে নিয়া চল জনম দুখিনী মায়।
দিনান্তে দেখিব শুধু যাদুর চন্দ্রমুখ,
গাছ তলায় শুইয়া থাকব লয়ে এই সুখ।'

সাহেব বলে, ' সেথায় বাছা তোমার নাহি ঠাঁই,
শুধুই আমরা তোমার পুত্রটিরে চাই।
ওই দেখ বাড়ি আমার পথের কেনারে,
মনে যদি লয় সেথা দিয়া আইস তারে।'

আরও একদিন যায় আমিনার পেটের ভুখ সয়ে,
পোলারে খাওয়াইল একটু কলের পানি লয়ে।
দারুণ ক্ষুধায় বাছার হাড্ডি হল সার
তবু নাহি কান্দে বাছা দুঃখ দেখি মা'র।
আরো একদিন গেল ছেলের ভুখের জ্বালায়,
অবশ হইয়া দেহ মাটিতে লুটায়।
ভাবিতে লাগিল আমিনা পুত্র লয়ে কোলে
না জানি কখন বাছা ছেড়ে যাবে চলে।
বুকেতে লইয়া তারে খাড়াইল মাতা,
সামনে-পিছনে তার শুধুই দুস্থ পাতা।

ষোল

কোন জলুয়ার মাছ খাইছি নাহি দিয়া কড়ি
সেই আমারে দিছে গালি পুত্র শোগী করি রে।

— গাজীর গান।

কোলের ছেলেরে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া আমিনা যায়,
রাতের বাতাস দাপাদাপি করে আঁধারের পাখনায়।
অর্ধেক চাঁদ মেঘের আড়ালে, কাহাদের বাড়ি-ঘর,
আগুন লাগিয়া পুড়িতেছে ওই আকাশ-তেপান্তর।
রাত-জাগা পাখি এ-ওরে ডাকিয়া কহে কোন সমাচার,
কি যেন দারুণ ঘটনা ঘটিবে কোনখানে বুঝি কার।
রাতের আধাঁর খণ্ডিত হয় পোষা কুকুরের নাদে,
প্রতিধ্বনি যে দূর দিগন্তে হায় হায় করে কাঁদে।
ক্ষণেক চলিয়া ফিরে ফিরে আসে আবার সামনে যায়,
ক্ষণেক বসিয়া মাটির উপরে যাদুরে যে চুমা খায়।
হাত-পা ছেলের শুঁখে শুঁখে দেখে, বুকে তার বুক নিয়া,
ভাবে এ যাদুরে কেমনে আসিব পরকে সঁপিয়া দিয়া।
কার কণ্ঠের মা ডাক শুনিয়া জুড়াব তাপিত প্রাণ,
কোথায় বহাব এই বুক ভরা ডাকিছে স্নেহের বান!
রজনী প্রভাত হইলে বাছারে কার কোলে তুই যাবি,
মা বোল বলিয়া কার কাছে তুই ক্ষুধার আহার চাবি ?
কে মুছাবে মুখ রৌদ্রে ঘামিলে, পিপাসায় দিবে জল,
শীতের রাত্রে কেরে তোর গায়ে জড়াইবে অঞ্চল ?
সামনে লইয়া ছেলেরে আমিনা কাঁদিল অনেকক্ষণ,
কোন্ সান্ত্বনা কে দেবে তাহার জুড়াতে মায়ের মন।
দারুণ ক্ষুধার অজ্ঞান যাদু, একটু বেলম হলে,
কি জানি ঘটিবে ভাবিতে আমিনা শিহরায় আঁখি জলে।
আবার ছেলেরে বক্ষে লইয়া দ্রুত অভাগিনী ধায়,
যাদু যেন তায় আনরূপ ধরি কাঁদিছে দূরের বায়।

banglainternet.com

' মাগো মা আমার! সোনা মা আমার। আজকে পরের হাতে,
সঁপে দিয়ে মোরে কেমনে রহিবি একা ঘরে নিরালাতে।'
মনে মনে মাতা উত্তর করে, ' সোনার বাছারে মোর,
ক্ষুধার আহার দিবার সাধ্য নাই যে মায়ের তোর।'
তবুও চলিতে চরণ দু'খানি অবশ হইয়া আসে,
পাঁজর তাহার ভেঙ্গে যেতে চায় অসহ ব্যথার শ্বাসে।
রাতের বাতাস কাঁদে হু হু করে, ' মাগো মা আমার মা,
কাঙালিনী মাগো! অভাগিনী মাগো! আমারে ছাড়িস না।'

না, না, না, আমিনা এসব ভাবিলে জ্ঞান হারাইবে হায়,
যে করেই হোক সামনের পথ পার হতে হবে তায়।
হায় রে এ পথ কত যে দীর্ঘ শেষহীন কোন দূরে,
পুত্রহারার দারুণ কাঁদন আছড়ায় ধূলি জুড়ে।
ওই তো অদূরে সাহেবের কুঠি, ফুরাল যে পথ হায়,
নিশ্বাস তার বন্ধ হইছে হাঁটু ভেঙ্গে আসে পায়।
দুই হাতে ধরি দরজায় কড়া নাড়িতে অভাগী মা'র,
কে নিঠুর যেন হানে অন্তরে কঠিন ঢেঁকির পার।

' শোন গো সাহেব! এ অভাগিনীর তুমি ধর্মের ভাই,
তোমার হস্তে আমার যাদুরে আজিকে সঁপিয়া যাই
শুধু একবার দিনান্তে তারে দেখিয়া যাইব চলে,
হতভাগিনীর শেষ এ মিনতি তোমার চরণ তলে।'

' দুঃখিত আমি।' সৌম্য মূরতি সাহেব হাসিয়া কয়,
' এ জীবনে তব এর সনে কভু দেখা আর হবে নয়।'

'সাহেব! সাহেব! তোমাদের ঘর আমি ঝাঁট দিয়া দিব,
যত ধূলা বালি মাথার কেশেতে যতনে মুছিয়া নিব।
শুধু দিনান্তে বাছারে আমার লইবারে দিও কোলে,
তাপিত এ বুক তাহারে জড়ায়ে জুড়ায়ে যাইব চলে।'

' বড় দুঃখিত', সাহেব কহিছে, 'আজ হতে তব শিশু,
গ্রহণ করিবে পরম দয়ালু আমাদের প্রভু যীশু।
তাহার দয়ায় তোমার শিশু যে পাইবে পরিত্রাণ,
জগতের যত বাছাদের তরে কাঁদে যে তাহার প্রাণ।'

' শোন গো সাহেব, তোমাদের যীশু শিশুরে যে ভালবাসে,
শিশুর মায়ের বেদনা যে কত তা কি মনে না আসে ?
শুনিয়াছি সে যে অনাথিনী মা'র ছিল আদরের নিধি,
বাছনির তরে কি পোড়নী মা'র শেখায়নি তারে বিধি!'

' ক্ষমা কর মোরে, ওসব শোনার অবসর মোটে নাই,
ইচ্ছা করিলে দিতে পার তব শিশুরে মোদের ঠাঁই।
আমরা তাহারে পালন করিব যীশুর করুণা ভরে,
বড় হলে তারে বিদ্যা শিখাব অনেক যত্ন করে।'

' সত্যি সাহেব! বাছনি আমার খুব লেখাপড়া শিখে
হাকিম হইবে, সুখ্যাতি তার ছড়াইবে দিকে দিকে।
ঘরআলো করা বউ হবে তার গাড়ি ঘোড়া কত আর
তখন সেকি গো সন্ধান নাহি লবে এ অভাগী মা'র?'

'ও সব তাহারে জানিতে দিব না, কেবা ছিল পিতা-মাতা,
চির জনমের মতো তার তরে মুছে দেব সেই খাতা।'

' আচ্ছা সাহেব! তোমার মনে কি কিছু নাই দয়ামায়া ?
মিথ্যা করেও পারিতে না দিতে কিছুটা আশার ছায়া।
বুকের ধনেরে জনমের মতো সঁপিয়া পরের হাতে,
বল তো জননী কি করে রহিব একা ঘরে নিরালাতে?'

সাহেব কহিছে, ' ওসব শোনার অবসর মোর নাই,
রাত্রি হয়েছে অনেক এখন বিশ্রাম নিতে যাই।
অনাহারে ছেলে অজ্ঞান-পারা এখনি খাওয়াতে হবে,
ক্ষণ বিলম্ব করিলে তাহার দেহে প্রাণ নাহি রবে।'

banglainternet.com

' যাও যাও তবে যাও গো সাহেব আমার বাছারে লয়া,
বেঁচে থাক তবু বেঁচে থাক ছেলে লয়ে তোমাদের ময়া।'
আপন হস্তে ছেলেরে তাহার দিয়ে সাহেবের হাতে,
ফিরিয়া চলিল অভাগী আমিনা জনহীন একা রাতে।
এখনো ছেলের গায়ের ওম যে লাগিয়া রয়েছে বুকে,
যাদুরে আদরি যে চুমা দিয়াছে আঁকিয়া রয়েছে মুখে।
নাই নাই ওরে বুকের বাছনি, নাই নাই মা'র কোলে,
আর ডাকিবে না মধুমাখা সেই মা বোল তাহারে বলে।
বুকের পাঁজরে আছাড়ি-পিছাড়ি কেঁদে ওঠে হাহাকার,
রোজ কেয়ামত অবধি ইহার লভিয়াছে বিস্তার।
আছাড়িয়া পড়ে মাটির উপরে, শূন্যে দু'হাত নাড়ে,
রাতের বাতাস বনের শাখায় কাঁদে দাপাদাপি করে।

সতেরো

আমি আর কতদিন থাকব রে তোর দিক চায়া,
তোরো দিক চাইতে চাইতে জনম গেল বয়া রে।

— মুর্শিদা গান।

উন্মাদিনী কে কাঁদিয়া ফিরিছে নগরের পথে পথে,
নিজে মহাকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় চক্র-রথে।
কখনো কাঁদিছে কখনো হাসিছে ছিঁড়িছে মাথার কেশ,
কখনো শুনিছে কান পেতে যেন কোন সে গানের রেশ।
কখনো উঠিছে চিৎকার করি, এনে দে রে তোরা আজ,
এনে দে আমার সোনার যাদুরে মায়ের কোলের মাঝ।
কতদিন তারে অঙ্কে ধরি না, রাঙা তুলতুলে মুখে,
কতদিন যে রে আদর করিয়া চুমু দেই নাই সুখে।
কে তোরা আমার যাদুরে লুকায়ে রেখেছিস কোথা হায়,
মায়ের বুকের এই যে পোড়নী ধিকিধিকি শিখা বায়।
উন্মাদিনী সে থাপড়ায় বুক, কেশ বেশ নখে ছেঁড়ে,
ফরিয়াদ তার করে হাহাকার সপ্ত আকাশ বেঁড়ে!

কখনো সে বলে, ' যাদুমণি মোর পড়িতে গিয়াছে দূরে।
অনেক পড়িয়া বিদ্বান হয়ে আসিবে বিদেশ ঘুরে।
কতদিন গেল, এখনো এলো না!' এই কথা বলি করে,
দাগ কেটে কেটে চিঠি লেখে মাতা সামনে বালুর পরে।
আয় আয় ওরে সোনা যাদুমণি, মা'র বুকে ফিরে আয়,
এতদিন বাছা উচিত কি হয় ভুলিয়া থাকিতে মায় ?
নয়নের জলে বালুর সে লেখা ধুয়ে গেছে মুছে হায়,
আবার লিখিয়া পড়িতে পড়িতে ঢলে পড়ে মূর্ছায়।
চিৎকার করি কেঁদে ওঠে কভু থাপড়ায় নিজ বুক,
রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া যে ওঠে পুত্রহারার দুখ।
ঘরে ঘরে যায়, দুয়ারে দুয়ারে কেঁদে ওঠে উভরায়,
'তোমরা আমার সোনার যাদুরে লুকায়েছ কোথা হায়!

banglainternet.com

এনে দাও তারে, এনে দাও কোলে একটু বেলম হলে,
তোমাদের ঘরে আগুন লাগায়ে যেথা খুশি যাব চলে।
আমার যাদুরে কেড়ে নেছ যদি, তোমাদের কোল হতে
শিশু সন্তানে ছিনাইয়া নিয়ে আছড়াব পথে পথে।
আমারি মতন পুত্র শোকের অনল জ্বালায়ে বুকে,
ঘুরিবিরে তোরা পাথরের বুকে কপাল যে ঠুকে ঠুকে।'

শঙ্কিত যত গৃহবাসী তারে পথে পথে তাড়া করে,
কাঁদে উভরায় উন্মাদিনী সে আপন ব্যথার ভরে।
গহন রাত্রে দূর নদীতীরে কবরস্থানের গায়,
রাতের আঁধার খণ্ডিত হয় তার রোদনের ঘায়।

।। শেষ

banglainternet.com